149

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...11 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুলগৃহ মেরামতের ব্যবস্থা না হওয়া, জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও স্থানাভাব, শিক্ষক স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

কুলাউড়া : কুলাউড়া থানা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৭০৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র আট জন। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা অপ্রতুল। এক বেঞ্চে ৭-৮ জনকে গাদাগাদি করিয়া বসিতে হয়। শিক্ষক কমনরুম নাই। বিদ্যালয়ের মূল ভবনে বিরাট ফাটল দেখা দিয়াছে। শ্রেণী কক্ষের পার্টিশনগুলি জরাজীর্ণ, ব্ল্যাকবোর্ডগুলির চেহারা বিবর্ণ। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক বরাদ্দ দুইশত টাকা গত বছর জুলাই হইতে বন্ধ রহিয়াছে। বকেয়া পাওনার জন্য বিদ্যালয়ের টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ দীর্ঘদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন।

মৌলবীবাজার : জেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সংকট চলিতেছে। রাজনগর থানাধীন সরথনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ইতিপূর্বে ঝড়ে ধসিয়া পড়িলেও আর মেরামত করা হয় নাই। বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে শিশুরা অধ্যয়ন করিতেছে। প্রেমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির একই

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

অবস্থা। অনেক সময় স্থানাভাবে ছেলে-মেয়েরা ইটের উপর বসিয়া ক্লাস করে। চেয়ারের অভাবে শিক্ষকরা দাঁড়াইয়া ক্লাস নেন।

কালিয়াকৈর : কালিয়াকৈর থানার নয়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে স্বাধীনতার ২৩ বছর পরেও উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগে নাই। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০০, বেঞ্চ মাত্র ১০ জোড়া, ২টি টেবিল, ৪টি চেয়ার ও ব্লাকবোর্ড আছে মাত্র একটা!